Acc. No. 209 Shelf No. A 1 4R2

Title
SubTitle Premabhakticandrika

Role ✓ Author ✓ Editor Comment. Transl. Compiler

Narottama Thakura
Bhaktisiddhanta Sarasvati

Edition 1st

Publisher Paramananda Brahmacari

Place Kalikata Year 1924 Ind.Yr. Gau 438

Lang. Bengali Script Bengali

Subject

Digitized at BRCindia.com

P.T.O.

Accno 2009

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত

# প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

—:*:—

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি

সম্পাদিত।

১ম সংস্করণ—২০,০০০।

শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে

আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন

প্রকাশিত

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার

দ্বারা মুদ্রিত।

গৌরাব্দ ৪৩৮।

Digitized at BRCindia.com

প্রার্থনা :—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত সুললিত গীতিগ্রন্থ প্রতি. শতখণ্ড ৫৲

প্রেম-বিবর্ত্ত :—সরল পদ্যে পণ্ডিত জগদানন্দের লিখিত। মূল্য ।৵০

গৌরকৃষ্ণোদয় :—উৎকলকবি গোবিন্দদেব-বিরচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। মূল্য ৸০

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত :—বিশুদ্ধ মূল, বিস্তৃত ভাষ্য ও অনুভাষ্য; কঠিন অপ্রচলিত শব্দের ও পরিভাষার অর্থ, ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিস্তৃত তথ্য, বৃহৎ সূচিপত্র ও শ্লোকসূচী প্রভৃতি সহ। মূল্য ৬৷৹

শ্রীভগবদ্গীতা :—মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ। মূল্য ১৷৹

সৎক্রিয়া-সারদীপিকা :—বৈষ্ণবের দশসংস্কারাদি ব্যবহারিক ক্রিয়াবিষয়ক বিধি। মূল্য ১।৹

জৈবধর্ম্ম :—প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরল বঙ্গভাষায় সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির সকল জ্ঞাতব্য কথা। মূল্য ১।৹ ও রাজসংস্করণ ২৲

Digitized at BRCindia.com

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় রচিত

# প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

—:*:—

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি

সম্পাদিত।

১ম সংস্করণ—২০,০০০।

শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে

আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন

প্রকাশিত

—

কৃষ্ণনগর ভাগবত যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার

দ্বারা মুদ্রিত।

—

গৌরাব্দ ৪৩৮।

Digitized at BRCindia.com

# নিবেদন।

রূপানুগ বিপ্রলম্ভ চেষ্টাময়ী ভজন-পথ-প্রদর্শক শ্রীমদ্ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই সম্ভোগবাদ-নিরসনকারী গীতাবলীই শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা। অদ্যাবধি এই গ্রন্থখানির যতগুলি সংস্করণ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পাঠান্তরিত ভাবে মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানি শুদ্ধ ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের ধন অথচ ইহার একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ না থাকায় তাঁহারা সর্ব্বদাই ইহার অভাব বোধ করেন। আমি বাল্যকালে যখন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পাদমূলে শ্রীগোদ্রুম দ্বীপস্থিত স্বানন্দসুখদকুঞ্জে থাকিতাম, তখন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিকট হইতে এই গ্রন্থের পাঠ সংশোধন করিয়া লন। ঐ সংশোধিত পাঠ আমার নিকট একখানি ছিল তদ্দৃষ্টে পাঠ মিলাইয়া এই সংস্করণটীতে কেবলমাত্র মূল পদ্যগুলি প্রকাশিত হইল। বিবৃতিসহ ইহার বিস্তৃত সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে এখন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে এই সেবা করিবার যোগ্যতা আমি পাইব।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।
( বিদ্যারত্ন )

---

Digitized at BRCindia.com

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপাদান্তিকং॥

অখিল রসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর রুচিরুদ্ধ তারকাপালিঃ।
কলিত শ্যামালিতো রাধা প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

( ১ )

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে॥
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।

Digitized at BRCindia.com

শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদ-ছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধু সঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞানি অবিদ্যা পরাজয় ॥

BanglaBook.org

জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তি-রসকূপ,
যুগল উজ্জ্বলময় তনু।
দুঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক,
প্রকটল কল্পতরু জনু॥
প্রেমভক্তি-রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত,
করিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল মধুর রসাশ্রয়॥
যুগলকিশোর-প্রেম, লক্ষবান যিনি হেম,
হেন ধন প্রকাশিল যাঁরা।
জয় রূপ সনাতন! দেহ মোরে সেই ধন,
সে রতন মোর গেল হারা॥
ভাগবত-শাস্ত্র-মর্ম্ম, নববিধ ভক্তিধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন।

Digitized at BRCindia.com

অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরম-কারণ ॥
সাধু শাস্ত্র গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহাকে করিব ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥ ১॥

——:০:——

( ২ )

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুপাদেনোক্তং।
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণ-সেবা, না পূজিব দেবী দেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥

BanglaBook.org

মহাজনের যেই পথ, তাহে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়মনে করিয়া সুসার॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীত রাগ,
কর্ম্মীজ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেমভক্তি রসরঙ্গ,
লীলা-কথা রসরস পুরে॥
যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যদেব-পূজক ধ্যানী,
ইহলোক দূরে পরিহরি।
কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী॥
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।

Digitized at BRCindia.com

দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে করি, মদ মাৎসর্য্য পরিহরি,
সদা কর অনন্য ভজন॥
কৃষ্ণ-ভক্ত সঙ্গ করি, কৃষ্ণ-ভক্ত অঙ্গ হেরি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ॥
হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, [illegible] পূজিব দেবীদেবা,
এইত অনন্য ভক্তি কথা।
আর যত উপলম্ভ, [illegible] সকলি দম্ভ
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা॥
দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয়॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধু-সঙ্গে হরি-কথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা
লোভ মোহ এই ত কথন।

Digitized at BRCindia.com

ছয় রিপু সদা হীন, করিবে মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব,
সিংহ-রবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥
অসৎ ক্রিয়া কুটীনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটি,
অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে, পিরীতি সবাই টানে,
ভক্তি-পথে পড়য়ে বিভূতি॥
আপন ভজন-পথ, তাহে হবে অনুরত,
ইষ্টদেব-স্থানে লীলা গান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিনু ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥

BRCindia.com

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

দেবলোক পিতৃলোক, পায় তারা নানা সুখ
সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ।
যুগল ভজয়ে যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা
তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন॥
পৃথক আয়াস যোগ, দুঃখময় বিষভোগ,
ব্রজেন্দ্র গোবিন্দ-সেবন।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজবাসী সঙ্গে অনুক্ষণ॥
সদা সেবা অভিলাষ, মনেতে করি বিশ্বাস,
সদাকাল হইয়া নির্ভয়।
নরোত্তম দাস বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে
পরিত্রাণ কর মহাশয়॥ ২॥

—:০:—

Digitized at BRCindia.com

( ৩ )

তুমিত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ॥
যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপি যে তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা॥
পতিত-পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতীর পতি।
তুমিত মরত দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।

যদি করি অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর॥
কামে মোর হত চিত, নাহি শুনে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥
মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।
ঘুসুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার শ্যাম,
মোকে নিজদাস কর গিরিধর॥
নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন সংকীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে॥ ৩॥

( ৪ )

আনকথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ-স্মৃতি মাঝে।
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল,
গাই যেন সতের সমাজে॥
অন্য ব্রত অন্য দান, নাহি করোঁ বস্তু-জ্ঞান,
অন্য সেবা অন্য দেব-পূজা।
হাহা কৃষ্ণ বলি বলি, [illegible] কাঁদি,
মনে আর নহে যেন দুজা॥
জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দোঁহার পিরীতি-রস-সুখে।
যুগল ভজনে যাঁরা, মোর প্রাণ গলে হারা,
এই কথা রহু মোর বুকে॥

যুগল-চরণ-সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
যুগলের মনের পিরীতি।
যুগল-কিশোর-রূপ, কাম-রতি-গুণ-ভূপ,
মনে রহু ও লীলা পিরীতি॥
দশনেতে তৃণ ধরি, হাহা কিশোর কিশোরী,
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজ সুত শ্যাম, বৃষভানু-সুতা নাম,
শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী॥
কনক-কেতকী রাঁই, শ্যাম মরকত তায়,
কন্দর্পদরপ করু চুর।
নটবর শিখরিণী, নটিনীর শিরোমণি,
দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর॥
শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেম নীল কান্তিধর,
ভাব ভূষণ করু শোভা।

Digitized at BRCindia.com

নীল পীত বাস ধর, গৌরী শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুহেঁ লোভা ॥
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
তছু পায়ে নরোত্তম কহে।
দিবানিশি গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ,
মনে এই অভিলাষ হয়ে ॥ ৪ ॥

( ৫ )

রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত,
লোক-বেদ সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধ-দেহ পাঞা,
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥
রাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য মুখ্য করি যে গণন।

ললিতা বিশাখা তথা, সুচিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন ॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা, অষ্টজন এই লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম সখীগণ।
সেবাপরা সখীগণ, তার কহি বিবরণ,
যাঁরা করে যুগল সেবন ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী আর, শ্রীরতি মঞ্জরী সার,
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরামমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥
এ সব অনুগা হঞা, প্রেমসেবা লব চাঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপে গুণে ডগমগী, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝে ॥

Digitized at BRCindia.com

বৃন্দাবনে দুই জন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সময় বুঝিয়া রহোঁ সুখে।
সখার ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বুল যোগাব চাঁদ-মুখে ॥
যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগে থাকিব সদাই।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ-দেহে পাব তাহা,
পক্কাপক্ক সুবিচার এই ॥
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন খ্যাতি,
ভকতি লক্ষণ অনুসার।
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্ক অপক্কের এ বিচার ॥
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে,
তবহুঁ পূরিবে অভিলাষ ॥

( ৬ )

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎ কৃপালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য শ্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

যুগল-চরণ-প্রতি, পরম আনন্দ তথি,
রতিপ্রেমা হউ পুরবৃন্দে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে॥
মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
বিলাস যুগল স্মৃতিসার।
সাধ্য সাধন এই, আর নাহি ইহা বই,
এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্ব সার॥

Digitized at BRCindia.com

জলদ-সুন্দর-কান্তি, মধুর মূরতি ভাতি,
বৈদগধি অবধি সুবেশ।
সুপীত বসন ধর, আভরণ মণিবর,
ময়ূর-চন্দ্রিকা কুরু কেশ॥
মৃগমদ সুচন্দন, কুঙ্কুমাদি বিলেপন,
মুগ্ধকারী মূরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,
মধুলোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ॥
ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধূবৃন্দ।
চরণকমলপর, মণিময় সুমঞ্জীর,
নখমণি জিনি বালচন্দ্র॥
নূপুর মরাল ধ্বনি, কুলবধূ মরালিনী,
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।

Digitized at BRCindia.com

হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম যায় দূরে ॥
কৃষ্ণমুখ-দ্বিজরাজে, সরলা বংশী বিরাজে,
যার ধ্বনি ভুবন মাতায়।
শ্রবণের পথ দিয়া, হৃদয়ে প্রবেশ হঞা,
প্রাণ আদি আকর্ষি আনয় ॥
গোবিন্দ-সেবন সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
বৃন্দাবন ভূমি তেজোময়।
শীতল কিরণ কুন্দ, কল্পতরু গুণধর,
তরুলতা ষড়ঋতু রয় ॥
পূর্ণচন্দ্র সম জ্যোতি, চিদানন্দময়মূর্ত্তি,
মহানন্দ দরশন-লোভা।
গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বল্লিতাচয়,
বিহরে মধুর অতি শোভা ॥

Digitized at BRCindia.com

ব্রজপুর-বনিতার, চরণ আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল, নাহি শুন উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া॥
কৃষ্ণ প্রভু একবার, করিবেন অঙ্গীকার,
জেন মন এ সত্য বচন।
ধন্য লীলা বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ,
ধন্য সখী মঞ্জরীরগণ॥
পাপ পুণ্যময় দেহী, সকল অনিত্য এহি,
ধন জন সব মিছাধন্দ।
মরিলে যাইবে কোথা, ইহাতে না পাও ব্যথা,
তবু কার্য্য কর সদা মন্দ॥
রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।

Digitized at BRCindia.com

হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
তাঁরে মন সদা কর ভয়॥
পাপে না করহ মন, অধম সে পাপীজন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তাঁর না লইও নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব করিলে উপায়॥
অন্যের পরশ যেন, নাহি হয় কদাচন,
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ নাম গান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ॥

Digitized at BRCindia.com

কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত, তাহে না হইবে রত,
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত, তাহে হবে অনুগত,
এই সে পরম তত্ত্বধন॥
প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
নামমন্ত্রে করিয়া অভেদ।
আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
গ্রন্থি পাপ হবে পরিচ্ছেদ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ, মাত্র পরমার্থ ধন,
সযতনে হৃদয়েতে লও।
দুহুঁ নাম শুনি শুনি, ভক্তমুখে পুনিপুনি
পরম আনন্দ সুখ পাও॥
হেমগৌরী-তনু রাই, আঁখি দরশন চাই,
রোদন করয়ে অভিলাষে।

Digitized at BRCindia.com

জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,
রূপেতে ভুবন পরকাশে ॥
সখীগণ চারি পাশে, সেবা করে অভিলাষে,
পরম সে শোভা সুখ ধরে।
এই মনে আশা মোর, ঐছে রসে হঞা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে ॥ ৬॥

---

( ৭ )

রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান, স্বপনে না বল আন,
প্রেম বিনু আন নাহি চাঁও।
যুগল কিশোর প্রেম, যেন লক্ষ বাণ হেম,
আরতি পিরীতি রসে ধাও ॥
জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু সেই মৃত ভক্ত।

Digitized at BRCindia.com

চাতক জলদ গতি, এমতি একান্ত রতি,
জানে যেই সেই অনুরক্ত ॥
সরোজ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতা স্ত্রীলোকের গতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এইমত প্রেমভক্তি রীতি ॥
বিষয় গরলময়, তাহে মান সুখচয়,
সে না দুঃখ সুখ করি মান।
গোবিন্দ-বিষয়রস, সঙ্গ করঁ তাঁর দাস,
প্রেমভক্তি সত্য করি জান ॥
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দুষ্টি করি হয় রুষ্ট,
গুণহি বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ বিমুখ জনে, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥

Digitized at BRCindia.com

অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সত মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা॥
আর যত পরিহরি, পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন প্রেম করি আশা।
এক ব্রজরাজপুর, গোবিন্দ রসিকবর,
কর মন সদা অভিলাষা॥
নরোত্তম দাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,
হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর, মিছা মোহে হৈনু ভোর,
দুঃখ রহু অন্তরে জাগিয়া॥ ৭॥

---

Digitized at BRCindia.com

( ৮ )

বচনের অগোচর বৃন্দাবন ধামবর,
সুপ্রকাশ প্রেমানন্দ ঘন।
যাহাতে প্রকটসুখ, নাহি জরা মৃত্যু দুঃখ,
কৃষ্ণলীলা-রস অনুক্ষণ॥
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ প্রেম, লক্ষ বাণ যেন হেম,
দোঁহার হিল্লোলে রসসিন্ধু।
চকোর নয়ন প্রেম, কাম রতি করে ধ্যান,
পিরীতি সুখের দুহেঁ বন্ধু॥
রাধিকা প্রেয়সীবর, বাম অঙ্গে মনোহরা,
কনক-কেশর-কান্তি ধরে।
অনুরাগে রক্তশাড়ী, নীল পট্ট মনোহারী,
প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে॥
করয়ে লোচন পান, রূপ লীলা দুহুঁ প্রাণ,
আনন্দে মগন সহচরী।

Digitized at BRCindia.com

বেদবিধি অগোচর, রতন বেদীরপর,
সেব নিতি কিশোর কিশোরী ॥
দুর্ল্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভব-বন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে ॥
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
শ্রীনন্দনন্দন সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ,
সর্ব্বনাশা জনম বিকার ॥
দেহে না করিহ আস্থা, মন্দ রীতে যম শাস্তা,
দুঃখের সমুদ্রে কর্ম্ম গতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু শাস্ত্রমত যজ,
যুগল চরণে কর রতি ॥

Digitized at BRCindia.com

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
রাধা কৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার সে সব জীবনে॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হঞা অগেয়ান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ॥
জগত ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মধুর লীলা-কথা।

Digitized at BRCindia.com

এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম রসিক সেই,
তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥
পরম নাগর কৃষ্ণ, তাঁহে হও অতি তৃষ্ণ,
ভজ তারে ব্রজভাব লঞা।
রসিক ভকত সঙ্গে, বিহর নিয়ত রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিঞা ॥
দিবানিশি ভাব ভরে, মনেতে ভাবনা ক'রে,
নন্দ-ব্রজে রহিবে সদাই।
এই বাক্য সত্য জান, কভু ইথে নাহি আন,
পরমাণ শ্রীজীব গোসাঁই।
শ্রীগুরু ভকত জন, তাঁহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত, হইঞা তাঁহার পূথ,
সদা বিহরিব ব্রজপুরে ॥

Digitized at BRCindia.com

লীলারস সদা গান, যুগল কিশোর প্রাণ,
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে ভাই, আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তম দাসে ॥ ৮ ॥

---

( ৯ )

আন কথা না শুনিব, আন কথা না কহিব,
সকলি কহিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা সে ইষ্ট কথা,
ইহা বিনু সকলি অনর্থ ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুর প্রেমনিত্য, এই সে পরম তত্ত্ব,
ভজ সদা অনুরাগ মনে ॥

Digitized at BRCindia.com

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ-কন্দ
পরিবার গোপ গোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যাঁর ধাম, গিরিধারী তাঁর নাম,
সখী সঙ্গে ভজ তাঁরে রঙ্গে॥

প্রেমভক্তি তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরী॥

সার্থক ভজনপথ, সাধুসঙ্গ অবিরত,
স্মরণ ভজন কৃষ্ণকথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা॥

বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল,

Digitized at BRCindia.com

অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলা কথা,
আর যত হৃদয়ের শূল ॥
রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তাঁরে মুঞি যাঁও বলিহারি ॥
জয় জয় রাধা নাম, বৃন্দাবন যাঁর ধাম,
কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণ গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
তাঁর ভক্ত সঙ্গে সদা রসলীলা প্রেমকথা
যে কহে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি শুনি যেন তার নাম ॥

Digitized at BRCindia.com

কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই,
রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথা দ্বন্দ্ব॥
অহঙ্কার অভিমান, অসৎ সঙ্গ অসৎ জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, নেহ গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, নিরবধি তাঁরে সেব,
প্রেমকল্পতরু বরদাতা।
শ্রীব্রজরাজনন্দন, রাধিকার প্রাণধন,
অপরূপ সেই সব কথা॥
নবদ্বীপে অবতরী, রাধা ভাব অঙ্গে করি,
তাঁর কান্তি অঙ্গের ভূষণ।

Digitized at BRCindia.com

তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি,
সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥
গৌর হরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি,
সাধিল মনের তিন কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কিবা ভাবে কাঁদে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত সমাজ ॥
গোপনে সাধিলে সিদ্ধি, সাধন নবধাভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।
করি হরি-সংকীর্ত্তন, সদাই বিমন মন,
ইষ্টলাভ বিনু সব বাধা ॥
এ সংসার-বাটআরে, কাম-পাশে বাঁধি মারে,
ফুকারে কহয়ে হরিদাস
করহ ভকত সঙ্গ, প্রেমকথা রসরঙ্গ,
তবে হবে বিপদ বিনাশ ॥

Digitized at BRCindia.com

স্ত্রীপুত্র বান্ধব যত, মরে যাবে শত শত,
আপনাকে হও সাবধান।
মুঞি সে বিষয়ে হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তাঁর সঙ্গ হয় যেন,
নরোত্তম তবে হয় ধন্য॥
আপন ভজন কথা, না কহিবা যথা তথা,
ইহাতে হইও সাবধান।
না করিহ কেহ রোষ, না লইও কেহ দোষ,
প্রণমহ ভক্তের চরণ।

Digitized at ...Cindia.com

শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ মোরে যে বলান বাণী।
তাহা বিনু ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
লোকনাথ প্রভুপদ হৃদে করি আশ।
প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা সমাপ্ত।

---

Digitized at BRCindia.com